আল-মসিহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১৫

(১)ফজরের পরেই প্রধান ইমামেরা বুজুর্গ, আলেম ও মহাসভার সমস্ত লোকের সাথে পরামর্শ করলেন। তারা হযরত ইসা আ.কে বেঁধে নিয়ে পিলাতের হাতে দিলেন। (২)পিলাত তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ইহুদিদের বাদশা?" তিনি তাকে উত্তর দিলেন, "আপনিই বললেন।"

(৩)তখন প্রধান ইমামেরা তাঁকে অনেক দোষ দিলেন। (৪)পিলাত আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি কোনো উত্তর দেবে না? দেখো, তারা তোমাকে কতো দোষ দিচ্ছেন।" (৫)কিন্তু হযরত ইসা আ. আর কোনো উত্তর দিলেন না। এতে পিলাত আশ্চর্য হলেন।

(৬)ইদের সময় লোকেরা যে-কয়েদিকে চাইতো, তিনি তাকে ছেড়ে দিতেন। (৭)সেই সময় বারাব্বা নামে এক লোক বিদ্রোহীদের সাথে জেলখানায় বন্দি ছিলো। বিদ্রোহের সময় সে হত্যা করেছিলো। (৮)সুতরাং লোকেরা পিলাতের কাছে এসে সাধারণত তিনি যা করে থাকেন, তাদের জন্য তাই করতে বললো।

(৯)অতঃপর তিনি তাদের বললেন, "তোমরা কি চাও যে, আমি ইহুদিদের বাদশাকে তোমাদের জন্য ছেড়ে দেই?" (১০)প্রধান ইমামেরা যে হিংসা করেই তাঁকে তার হাতে দিয়েছেন, তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। (১১)কিন্তু প্রধান ইমামেরা লোকদের উসকে দিলেন, যেনো তাঁর পরিবর্তে বারাব্বাকে তিনি তাদের কাছে মুক্তি দেন।

(১২)পিলাত আবার তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে তোমরা যাকে ইহুদিদের বাদশা বলো, তাকে আমি কী করবো?" (১৩)তারা আবার চেঁচিয়ে বললো, "ওকে সলিবে দিন!" (১৪)পিলাত তাদের বললেন, "কেনো, সে কী দোষ করেছে?" কিন্তু তারা আরো জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, "ওকে সলিবে দিন!"

(১৫)সুতরাং পিলাত জনতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তখন বারাব্বাকে তাদের কাছে ছেড়ে দিলেন আর হযরত ইসা আ.কে চাবুক মেরে সলিবে দেবার জন্য দিয়ে দিলেন। (১৬)তারপর সৈন্যরা তাঁকে প্রাসাদের উঠোনে- যা ছিলো প্রধান শাসনকর্তার কার্যালয়- নিয়ে গেলো। সেখানে তারা অন্যসব সৈন্যকে একত্রিত করলো। (১৭)তারা তাঁকে বেগুনি রঙের কাপড় পরালো আর কাঁটার মুকুট গেঁথে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলো (১৮)এবং তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বলতে লাগলো, "খোশ আমদেদ, ইহুদিরাজ!"

(১৯)তারা একটি লাঠি দিয়ে তাঁর মাথায় বারবার আঘাত করতে লাগলো এবং তাঁর গায়ে থুথু দিলো আর হাঁটু গেড়ে তাঁকে সম্মান দেখাবার ভান করলো। (২০)এভাবে তাঁকে ঠাট্টা-তামাসা করার পর তারা ওই বেগুনি রঙের কাপড় খুলে তাঁকে তাঁর নিজের কাপড় পরিয়ে দিলো এবং সলিবে দিয়ে হত্যা করার জন্য নিয়ে চললো।

(২১)সিমোন নামে কুরিনীয় এক লোক গ্রামের দিক থেকে এসে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। সে ছিলো আলেকজান্ডার ও রুফের বাবা। তাকেই তারা হযরত ইসা আ.র সলিব বহন করতে বাধ্য করলো। (২২)তারা হযরত ইসা আ.কে 'গল্গথা' অর্থাৎ 'মাথার খুলির স্থান' নামে একটি জায়গায় নিয়ে গেলো (২৩)এবং তাঁকে গন্ধরস মেশানো আঙুররস খেতে দিলো কিন্তু তিনি তা খেলেন না।

(২৪)অতঃপর তারা তাঁকে সলিবে দিলো। তাঁর কাপড়-চোপড় ভাগ করে নিলো এবং কার ভাগে কী পড়ে তা ঠিক করার জন্য ভাগ্য পরীক্ষা করলো।

(২৫)সকাল ন'টায় তারা তাঁকে সলিবে দিলো। (২৬)তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগনামায় লেখা হলো, "এ ইহুদিদের মনোনীত বাদশা"। (২৭,২৮)তারা দু'জন ডাকাতকেও তাঁর সাথে সলিবে দিলো- একজনকে ডান দিকে ও অন্যজনকে বাঁ দিকে।

(২৯)যারা সে-পথ দিয়ে যাচ্ছিলো, তারা মাথা নেড়ে তাঁকে ঠাট্টা করে বললো, "এই যে, তুমি না বায়তুল-মোকাদ্দস ভেঙে আবার তিন দিনের ভেতর তা তৈরি করতে পারো! (৩০)এখন সলিব থেকে নেমে এসে নিজেকে রক্ষা করো।" (৩১)একইভাবে প্রধান ইমামেরা ও আলিমরা তাঁকে ঠাট্টা করার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, "সে অন্যদের রক্ষা করতো কিন্তু নিজেকে রক্ষা করতে পারে না! (৩২)ওই যে মসিহ, ইস্রাইলের বাদশা! সলিব থেকে সে নেমে আসুক, যেনো আমরা দেখে ইমান আনতে পারি।" তাঁর সাথে যাদের সলিবে দেয়া হয়েছিলো, তারাও তাঁকে বিদ্রুপ করলো।

(৩৩)দুপুর বারোটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত গোটা দেশ অন্ধকার হয়ে রইলো। (৩৪)বেলা তিনটের সময় ইসা চিৎকার করে বললেন, "এলোই, এলোই, লেমা সাবাক্তানি?" অর্থাৎ "আল্লাহ আমার, আল্লাহ আমার, কেনো তুমি আমাকে ত্যাগ করেছো?" (৩৫)যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো, তাদের কয়েকজন একথা শুনে বললো, "শোনো, শোনো, ও হযরত ইলিয়াসকে ডাকছে।" (৩৬)এক লোক দৌড়ে গিয়ে একটি স্পঞ্জ তেতো আঙুররসে ভেজালো এবং তা একটি লাঠির মাথায় লাগিয়ে তাঁকে পান করতে দিলো। বললো, "থাক, দেখি, ইলিয়াস ওকে নামিয়ে নিতে আসেন কিনা।"

(৩৭)অতঃপর হযরত ইসা আ. চিৎকার করে ইন্তেকাল করলেন। (৩৮)তখন বায়তুল-মোকাদ্দসের পর্দাটি ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত চিরে দু'ভাগ হয়ে গেলো। (৩৯)যে লেফটেন্যান্ট তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি তাঁকে এভাবে ইন্তেকাল করতে দেখে বললেন, "নিশ্চয়ই ইনি আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন ছিলেন।"

(৪০)সেখানে কয়েকজন মহিলা দূরে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন মগ্‌দলিনি মরিয়ম, ছোটো-ইয়াকুব ও জোসির মা মরিয়ম আর সালোমি।

(৪১)তিনি যখন গালিলে ছিলেন, তখন এরা তাঁর সাথে সব জায়গায় যেতেন এবং তাঁর সেবা করতেন। আরো অনেক মহিলা সেখানে ছিলেন, এরা তাঁর সাথে সাথে জেরুসালেমে এসেছিলেন।

(৪২)এটি ছিলো প্রস্তুতির দিন অর্থাৎ সাব্বাতের আগের দিন।

(৪৩)সন্ধ্যার দিকে অরিমাথিয়া গ্রামের হযরত ইউসুফ র.- যিনি মহাসভার একজন সম্মানিত সদস্য ছিলেন এবং আল্লাহর রাজ্যের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন- সাহসের সাথে পিলাতের কাছে গিয়ে হযরত ইসা আ.র দেহমোবারক চাইলেন।

(৪৪)তিনি যে এতো তাড়াতাড়ি ইন্তেকাল করেছেন, এতে পিলাত আশ্চর্য হলেন। সত্যি সত্যি তিনি ইন্তেকাল করেছেন কিনা তা লেফটেন্যান্টকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। (৪৫)তার কাছ থেকে নিশ্চিত হয়ে তিনি দেহমোবারক হযরত ইউসুফ র.-কে দিলেন। (৪৬)হযরত ইউসুফ র. গিয়ে লিনেন কাপড় কিনে আনলেন এবং দেহমোবারক নামিয়ে সেই কাফনে জড়ালেন আর পাহাড় কেটে তৈরি করা একটি কবরে

সেই দেহমোবারক দাফন করলেন। অতঃপর তিনি কবরের মুখে একটি পাথর গড়িয়ে দিলেন। (৪৭)দেহমোবারক কোথায় দাফন করা হলো তা মগ্‌দলিনি মরিয়ম ও জোসির মা মরিয়ম দেখলেন।